দৈনিক ইত্তেফাক

50

তারিখ ... 30-OCT-1990
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষক সমাবেশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ বাতিলের দাবী

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (সোমবার) টি,এস,সিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিসহ শিক্ষকদের ৭টি সংগঠনের এক যৌথ সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ বাতিলের দাবী জানানো হয়। সমাবেশে এই অধ্যাদেশকে 'কালো আইন' আখ্যা দিয়া বলা হয়, বেআইনী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসনের পরিপন্থী এই অধ্যাদেশ

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

শিক্ষক সমাবেশ

(১ম পৃঃ পর)

বাতিল করিয়া অবিলম্বে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিয়া দেওয়া না হইলে, প্রয়োজনে খোলা মাঠে ক্লাস চালু করা হইবে। সমাবেশে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকার প্রশংসা করিয়া আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ, ডঃ আব্দুল জব্বার, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুঃ ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন, জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের অতিরিক্ত মহাসচিব আবুল কাশেম, বাংলাদেশ সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি বদরুদ্দিন হাওলাদার এবং সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের পক্ষে ডাকসুর ভিপি ছাত্রদলের আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান বক্তৃতা করেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন ডঃ সাইদুর রহমান।

ডঃ সেলিম জাহাঙ্গীর পঠিত সমাবেশের ঘোষণায় সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয়, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবিলম্বে সংসদ নির্বাচনের দাবী করা হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ '৯০ আন্দোলনসহ চলমান আন্দোলন জোরদার করার জন্য সর্বস্তরের শিক্ষকদের একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান হয়। ঘোষণায় চ্যান্সেলরের সহিত কোন বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সমাবেশে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সরকার শিক্ষাবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ সময়েও অবৈধ ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ বাতিলের দাবীতে শিক্ষকেরা রাস্তায় নামিয়াছে। প্রয়োজনে জীবন দিয়া হইলেও ইহা প্রতিহত করা হইবে। তিনি চলমান আন্দোলন সফল করার লক্ষ্যে দলীয় ভেদাভেদ ভুলিয়া গণতন্ত্রকামী সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান।

ম, আখতারুজ্জামান বলেন, ছাত্র সমাজ তাহাদের ঐতিহ্যের ধারায় গণআন্দোলন চাঙ্গা করিয়া তুলিয়াছে। এখন দরকার সকল গণতান্ত্রিক মহলের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ।

ডঃ আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, বর্তমান মুহূর্তে প্রয়োজন বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা। তিনি ছাত্রদের সহিত শিক্ষক-শ্রমিক-জনতার আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানান। আবুল কাসেম বলেন, আন্দোলন সফল করার জন্য ঐক্যবদ্ধ ঘোষণার প্রয়োজন। কাজেই বিরোধী দল সমূহকে এক সঙ্গে সমবেত হইতে হইবে। বদরুদ্দিন হাওলাদার বলেন, ১লা নভেম্বর স্কুল খুলিয়া দেওয়ার ঘোষণা আন্দোলনে ফাটল ধরানোর একটি ষড়যন্ত্র। আমান উল্লাহ আমান বলেন, সময়ের প্রয়োজনে আমরা ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছি। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির জরুরী সভা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশের প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচী প্রণয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আজ (মঙ্গলবার) জরুরী সভা আহ্বান করিয়াছে। বিকাল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে।